এত বার পশ্চিমবঙ্গে আসছেন বিজেপি-র শীর্ষ নেতারা, রাজ্যের পাওনা টাকাটা মিটিয়ে দিলে হয় না!

মোদীজি, অমিতজি ও যোগীজিকে একটি খোলা চিঠি

বাঙালি অতিথি পরায়ণ জাতি। অতিথিকে নিশ্চয়ই আপ্যায়ন করবে। কিন্তু অতিথিদেরও তো দায় থাকে গৃহস্থের প্রতি। লিখছেন

মইদুল ইসলাম

পিটিআই

পিটিআই

পিটিআই

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ, মাননীয় যোগী আদিত্যনাথ (মুখ্যমন্ত্রী, উত্তরপ্রদেশ),

আপনাদের ভোটের মরশুমে বার বার পশ্চিমবঙ্গে দেখা যায়। ২০১৪ সাল থেকে আপনাদের বাংলায় মাঝেমধ্যে দেখছি। টিভির পর্দায় আপনাদের বাণী শুনতে পাই। আপনাদের দলের অনেকে এখানে মারপিট, ঝগড়া করে। উসকানিমূলক বার্তা দেয়। আপনাদের দলের কিছু কর্মী দাঙ্গা বাধাবে না তো! ভয় হয়। কারণ এই বাংলায় সাম্প্রদায়িক হিংসা ভুলে গেছিল মানুষ। দেশভাগ আর ১৯৬৪ সালের পর বড় তেমন কিছু হয়নি। দু-চারটে খুচরো মারামারি ছাড়া। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫২ সালের নির্বাচন থেকে দু'টি পতাকা দেখা জেত। লাল পতাকা আর তিরঙ্গা পতাকা। আপনারা সাম্প্রতিক কালে গেরুয়া পতাকা আমাদানি করেছেন। এই রাজ্যে আগে দুটো স্বার্থের রাজনীতি হতো। পুঁজি আর শ্রমের। যার আসল কেন্দ্রবিন্দু ছিল শ্রেণি-রাজনীতি। বর্তমানে তেরঙ্গা পতাকার একটি অংশ ভাষাকেন্দ্রিক রাজনীতিকে সামনে আনছে। আমার এবং আমার মতো অসংখ্য বাঙালির তাতে বিশেষ আপত্তি নেই। শ্রেণি এবং ভাষা মানুষের মৌলিক পরিচয়। শ্রেণি এবং ভাষার ভিত্তিতে চলা রাজনীতিতে বাংলার অনেক গৌরবময় অধ্যায়কে ইতিহাস মনে রেখেছে। আপনারা আবার দেশভাগের স্মৃতিকে উস্কে দিচ্ছেন। ভালো লাগছে না আমার মতো লক্ষ লক্ষ মানুষের। কারণ এই বাংলায়, ধর্মের রাজনীতির তেমন উদাহরণ নেই যে রাজনীতি গর্ব করার মতো। সাম্প্রতিক ইতিহাস বলছে যে সেই রাজনীতি শুধু মারদাঙ্গা, লুটপাট, খুন-জখম ছাড়া আর কিছু দেয়নি। কিছু না। সামান্য উন্নয়নটুকু? না, তাও না।

ভারত সরকারের কাছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনেক টাকা পাওনা আছে। দশকের পর দশক লাল পার্টি এবং হালে তেরঙ্গা পার্টির মুখ্যমন্ত্রী-অর্থমন্ত্রী এবং রাজ্য সরকারের আমলারা দরবার করেছেন। শেষে পশ্চিমবঙ্গের নাম পরিবর্তন করার আবেদনকেও ঝুলিয়ে রেখেছেন। এত বঞ্চনা-লাঞ্ছনা আমাদের অধৈর্য করে তুলেছে। পায়ের তলায় আর কত দিন দাবিয়ে রাখবেন? তাই উন্নয়নের অল্প টাকার উপর গরিব মানুষ তথা পার্টির লোকদের চালাতে হয়। সেই টাকার ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে বিগত কয়েক বছর ধরে মারামারি চলছে। এক পার্টির সঙ্গে আর এক পার্টির ঝামেলা লেগেই রয়েছে। আগেও হয়তো এই সব কুকীর্তি হতো। কিন্তু এখন এত বেশি টিভি চ্যানেল হয়ে গেছে যে মানুষ নিত্যনৈমিত্তিক বাজে খবর এবং মারপিট দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে শান্তি কায়েম করতে আপনারা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমস্ত পাওনাগণ্ডা যদি মিটিয়ে দেন তা হলে উপকার হবে। পশ্চিমবঙ্গের জন্য আর আপনাদের গেরুয়া পার্টির জন্য। সঙ্গে একটি বিনীত অনুরোধ। আপনাদের পার্টির ভবিষ্যৎ আছে এই বাংলায়, যদি ধর্মের রাজনীতি ছেড়ে উন্নয়নের রাজনীতি শুরু করেন। সেই রাজনীতি একটি জনবাদী রাজনীতি যেখানে সকলকে নিয়ে চলার একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করা যায়।

ব্রিগেডের ময়দানে আপনি তো ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে এসে বলেছিলেন যে আপনাদের হাতে দুই লাড্ডু। দিল্লিতে মোদী আর কলকাতায় দিদি এবং উপরে প্রণববাবু। কিন্তু আপনাদের দলের লোকেরা সব ভুল কাজ করছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে এই নির্বাচনে আপনারা ঘোষণা করেছেন যে আপনারা সরকার গড়লে সপ্তম বেতন কমিশন চালু করবেন। কিন্তু আমাদের দিদি, রাজ্যে সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী বেতন চালু করে দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিরিখে যা ষষ্ঠ বেতন কমিশন। শুধুমাত্র অল্প কিছু কেন্দ্রীয় সরকারের মদতপুষ্ট সংস্থাকে বাদ দিলে আপনারা এখনও এই রাজ্যে সপ্তম বেতন কমিশন চালু করেননি। দিল্লিতে আপনাদের অনেক আমলা আছেন যাঁরা আমাদের মতো কতিপয় অধ্যাপকের চাকরিতে উন্নতি আটকে রেখেছেন। কোনও কথাই শুনছেন না।

তা ছাড়া ভারতের এমন কিছু সমাজবিজ্ঞানের পীঠস্থান আছে যেখানে এখনও পর্যন্ত সপ্তম বেতন কমিশন চালু হয়নি। সম্প্রতি জাতীয় গবেষণা ভিত্তির (ন্যাশনাল রিসার্চ ফাউন্ডেশন) দলিল অনুযায়ী রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞানের তেমন কোনও গুরুত্ব নেই। শুধু বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, কারিগরি বিদ্যা এবং অঙ্ক নিয়ে বিশেষ উদ্যোগ আছে। আর মানববিদ্যা বা হিউম্যানিটিজ নিয়ে অল্প কিছু কথা আছে। কিন্তু সমাজ এবং রাজনীতি যে রকম বিষিয়ে যাচ্ছে ভাষা দূষণ এবং সাম্প্রদায়িক দূষণের ফলে, তা নিয়ে তো আমাদের দেশের তাবড় তাবড় সমাজবিজ্ঞানী এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানী চর্চা করেছেন। গুরুত্বপূর্ণ বই লিখেছেন, গবেষণাপত্র লিখেছেন। তার কোনও দাম নেই? দেখুন না আমাদের মতো ছাপোষা কিছু রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এবং আরও কিছু সমাজবিজ্ঞানীর অল্প টাকা বাকি পড়ে আছে।

> শ্রী যোগীজি, আপনার রাজ্যে মহিলা ধর্ষণ বেড়েই চলেছে। আপনি কিছু করছেন না। আপনার রাজ্যে কোভিডে আক্রান্তের সংখ্যা এমন বেড়ে চলেছে যা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির রূপ নিয়েছে। আপনি এই অবস্থায় কেন বার রার বাংলায় আসেন!

আপনি তো সবই পারেন। তা ছাড়া আপনি তো রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সমস্তটাই পড়েছেন এবং সমস্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মাস্টার।

প্রিয় মোদীজি ও অমিতজি, আমি ২০০১ সালে প্রথম ভোটার হই। ২০০২ সালের গুজরাট গণহত্যার পর আপনাদের রাজ্যে যাওয়ার আর ইচ্ছা করল না। উচ্চশিক্ষার জন্য যেতে হয়নি। চাকরির জন্য যেতে হয়নি। তার পর প্রিয় দুই অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন আর আমির খানের গুজরাটে ভ্রমণ করার আবেদন সত্ত্বেও গুজরাটে দিন গুজরান করার কোনও ইচ্ছা হয়নি। কিন্তু আপনারা আমাদের রাজ্যে বার বার আসেন কেন? আমাদের রাজ্যে আপনাদের জন্য একটি স্থায়ী বাসস্থান করে দেওয়ার ক্ষমতা আছে আমার মতো কোটি কোটি বাঙালির। শুধুমাত্র একটিই নিবেদন। এই রাজ্যে আপনাদের এবং আপনাদের পার্টির পাকাপাকি থাকার ব্যবস্থা করতে হলে আপনাদের মাছ খাওয়া শিখতে হবে। সব রকমের মাছ। মিষ্টি জলের মাছ। নোনতা জলের মাছ। পুকুরের মাছ। নদীর মাছ। সমুদ্রের মাছ। পশ্চিমবঙ্গ এমন একটি রাজ্য যেখানে আসমুদ্রহিমাচলের ছোঁয়া আছে। ভারতের মতো। গুজরাটের কাছে বাংলার পর্যটন শিখতে হবে। এই কথা স্বীকার করছি। কিন্তু মাছ না খেলে মাথা ঠান্ডা করে রাজনীতি করা যায় কি? আর বাঙালির মন পেতে গেলে পরিষ্কার বাংলায় কথা বলা ও মাছ খাওয়া একটি অতিরিক্ত প্লাস পয়েন্ট। সেই বিদ্যা রপ্ত করলে আপনাদের এই রাজ্যে সুদূরপ্রসারী ভবিষ্যৎ আছে।

প্রিয় মোদীজি, আপনার বিষয়ে পেপার লিখেছি। আপনি কী করে মানুষের মন জয় করেন, সেই বিষয়ে ২০১৪ সাল থেকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি। আপনি লন্ডনের ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে ব্রিটেনের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রীকে সামনে বসিয়ে বলেছিলেন 'ভারতের আর গরিব থাকার কোনও মানে হয় না'। পরিষ্কার মনে আছে। ব্রিটেনের সেই প্রধানমন্ত্রী যখন বিরোধী দলের নেতা ছিলেন, তখন আমাদের বিলেতের কলেজের একটি সভায় তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম যে আর্থিক সংকট কেমন করে মোকাবিলা করবেন যদি আপনি পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হন। ভদ্রলোক দারুণ উত্তর দিয়েছিলেন। বিনীত কণ্ঠে স্বীকার করেছিলেন যে সমস্যা আছে। কিন্তু ক্ষমতায় এলে যথারীতি চেষ্টা করবেন। আপনিও ভালো বলেন। কিন্তু প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেন না। সেই যে পনেরো লক্ষর প্রতিশ্রুতি। বিমুদ্রাকরণে কিছু না হলে পঞ্চাশ দিনের মাথায় রাস্তার মোড়ে কী যেন একটা করবেন বলেছিলেন। এত প্রতিশ্রুতি পালন না করার ফলে বিদেশের বন্ধু-বান্ধবীরা আমাদের নিয়ে হাসাহাসি করছে। বলছে, 'তোরা কী রে! কেমন একটা লোককে নির্বাচিত করেছিস'। সেই সব বন্ধু-বান্ধবীদের বলতেও পারছি না যে তোরা এখানে চলে আয় এবং এর একটা বিহিত কর। বিদেশে বসে বড় ডায়লগ না ঝেড়ে। এই যা দুঃখ একজন সাধারণ নাগরিকের।

শ্রী যোগীজি, আপনি কেন আপনার রাজ্যে কারখানা করছেন না? আপনার রাজ্যে লোক কাজ না পেয়ে আমাদের রাজ্যে জড়ো হচ্ছে কাজের আশায়। আমাদের ভদ্রতা দেখুন। আমরা তাদের কাজ দেবার চেষ্টা করছি। তাদের মেরে তাড়িয়ে দিচ্ছি না, মহারাষ্ট্রে যেমন একটি দল এক কালে করেছিল। তারা এক সময় আপনার দলের বিশ্বস্ত সহযোগী ছিল। আপনার রাজ্যে কিছু দুষ্কৃতী গরু খাওয়ার অপরাধে বা অন্য প্রকারের লাল মাংস খাওয়ার অপরাধে মানুষ খুন করছেন। আমি কোনও মাংস খাওয়া বা না-খাওয়ার বিরোধী নই। মানুষ যা ইচ্ছে তাই খেতে পারে। আর না খেতে চাইলে খাবেন না। আমি কেবল আপনাদের মাছ খাওয়ার কথা বলছি। আপনি শুনেছি রাজপুত। ভুল হলে শুধরে দেবেন। আর যদি ঠিক হয় তা হলে আপনি আমিষ খেতে পারেন। শুধু মাছটুকু আপনি কী খাবেন, তা বলে দেবেন প্লিজ। সত্যি বলছি, আমি 'জয় বাবা ফেলুনাথ'-এর ভণ্ড বাঙালি মছলি বাবা নই যিনি কাশী থেকে কলকাতায় সাঁতরে এলেও আসতে পারেন। সাধারণ এক অধ্যাপক। আপনার রাজ্যে মহিলা ধর্ষণ বেড়েই চলেছে। আপনি কিছু করছেন না। আপনার রাজ্যে কোভিডে আক্রান্তের সংখ্যা এমন বেড়ে চলেছে যা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির রূপ নিয়েছে। আপনি এই অবস্থায় কেন বার বার বাংলায় আসেন!

প্রিয় অমিতজি, আপনি বার বার সাধারণ বাড়িতে ভোজনের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যান। আপনি অবশ্য নিরামিষাশী। সেই ছবি দেখি টেলিভিশনের পর্দায়। কিন্তু যাদের বাড়িতে আপনি খেতে যান তারা কী খায়? খোঁজ নিয়েছেন কোনও দিন? তারা কি মাছ খায় না! তারা কি বাঙালি নয়? অতিথিপরায়ণ বাঙালি হিসেবে আমার মতো অসংখ্য বাঙালি আপনাদের আদর-আপ্যায়ন করব। আপনারা যা খেতে চান তাই খাওয়াব। কিন্তু সঙ্গে একটু মাছ এবং মিষ্টি।

লেখক সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস, ক্যালকাটায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক